উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যা : আধুনিকতার এক সমুজ্জ্বল প্রতিফলন

ড: নিবেদিতা পাল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
ইতিহাস বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন
দুরাভাষ- ৯৮৩০৫১৫৬২৪

উনিশ শতকে ভারতীয় নারী ও চিকিৎসাবিদ্যা ঃ আধুনিকতার এক সমুজ্জ্বল প্রতিফলন ।

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর সম্মান ও অধিকারের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। সমাজ পুরুষকে দিয়েছিল অবাধ অধিকার, কিন্তু নারীকে সবরকম অধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। বৃহত্তর সামাজিক আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে নারীর জীবন শুধু গৃহবন্দী হয়ে পড়ে। (১) উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ দেখা দেয় এবং সমাজের অর্ধাংশের বিষয় ভাবনা শুরু হয়। জীবিকার জন্য নারী শতাব্দীর পর শতাব্দী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে। বাল্য বিবাহ নিবারণ, বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। সূতিকাগৃহে নারীর বেদনা প্রশমিত করা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর অংশগ্রহণ ও মহিলা চিকিৎসক হিসেবে বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ নারীর আধুনিকতা ও আত্মসম্মান লাভের সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

প্রত্যেক সংসারে রোগ ও অসুস্থতা নিত্যকার বিষয়। রোগী পরিচর্যা সম্বন্ধে নারী পুরুষ উভয়ের দায়িত্বের কথা বলা হলেও সমাজ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা উচিত বলে মনে করত। 'কারণ রমণী স্বভাবতঃ দয়াবতী ও মধুভাষিণী। তাঁহাদের কোমল হস্তের শুশ্রূষায় রোগী যেমন আরাম পায়, পুরুষের স্বভাব কঠোর হস্তে তাহা সম্ভবপর নহে। (২) এই স্বাভাবিক গুণের জন্য শুশ্রূষাকার্য নারীদের দ্বারা সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নারীর অসুস্থতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত না। কন্যা শিশুর জন্ম ছিল পরিবারের কাছে অপ্রার্থিত বা অবাঞ্ছিত। প্রসূতির সময় নারীকে সূতিকাগৃহে অনেকরকম কষ্ট সহ্য করতে হত। এই প্রসঙ্গে Daily Graphic এর প্রতিনিধি Mary Frances Billington মনে করেছিলেন — ' In an Indian house, the women's quarters known as zenana or in colloquial Hindustani as bibighar are always architecturally and artistically its meanest part. Not only the women of the household, but friends and relations from far and wide would visit the mother crowding into the close room which is often kept at such a degree of heat that existence might be well-nigh unendurable. Observances are regarded not merely as sanitary, but as religious obligations." (৩)

ব্রিটিশ শাসকগণ ঔপনিবেশিক প্রজাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন না। তাসত্ত্বেও ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই নির্মাণ করেছিল। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিস্তারের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা। রাধিকা রামাসুব্বান মনে করেন যে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমিত ছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য যৌনরোগে আক্রান্ত হলে সরকার তাদের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হয় কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল স্তম্ভ ছিল সেনাবাহিনী। ইউরোপীয় সেনাদের পরিবার তাদের সাথে ভারতে না থাকায় অনেক ইউরোপীয় সেনাগণ পতিতা পল্লীতে যাতায়াত করত এবং তারা যৌনরোগে আক্রান্ত হত। তাই সাম্রাজ্যের সামরিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় পতিতা মহিলাদের চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রথম অগ্রসর হয়েছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সামরিক ছাউনিতে বা cantonment areas এ 'lock hospital' ব্যবস্থা শুরু করা হয় পতিতাদের যৌনরোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। লন্ডনে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এই নামে হাসপাতাল প্রচলিত ছিল। "In the nineteenth century it was accepted that veneral diseased patients would be locked up until they were cured and it was invariably understood that these patients would be women prostitutes. Women found to be disordered on customary days of inspection were to be sent at once to the hospital." (৪) সেনাবাহিনীর ছাউনির কাছাকাছি 'লালবাজার' বা যৌনপল্লী থাকত। লালবাজারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে যে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা থাকত, তার কর্তব্য ছিল পতিতাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি